NOV. 16 20[illegible]

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

নির্লজ্জ দলপ্রীতি করে আ'লীগ ছাত্রলীগের ৪১৬ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে

সাংবিধানিক পবিত্রতা খর্বকারী ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফল অবিলম্বে বাতিল করুন

খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ,পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাংবিধানিক পবিত্রতা, মর্যাদা ও নিরপেক্ষতা ধূলিসাৎ করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও দলীয় সমর্থকদের পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডারে চাকরিতে নিয়োগপত্র দেয়ার কঠোর প্রতিবাদ করে অবিলম্বে ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফল বাতিলের দাবী করেছেন।

গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে বেগম জিয়া বলেন, বর্তমান পাবলিক কমিশনে সরকারের মনোনীত ব্যক্তিগণ মনোনীত রয়েছে। তাঁরা ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে নির্লজ্জভাবে পক্ষপাতিত্ব ও দলপ্রীতি করে সরকারী ছাত্রলীগের মোট ৪১৬ জন নেতাকর্মী ও দলের সমর্থকদের পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগপত্র দিয়েছেন। মোট নিয়োগপত্র প্রাপ্ত ৪১৬ জনের মধ্যে প্রশাসন ক্যাডারে ৩০০ জন এবং পুলিশ ক্যাডারে ১১৬ জন রয়েছে। এই নিয়োগের ফলে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মর্যাদা ও সুনামই কেবল ক্ষুণ্ণ হয়নি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মেধাবী ছাত্রদেরও তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার বরাবরই দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতিতে বিশ্বাসী ও পারঙ্গম। এই দলটির কাছে আইন-কানুন, ন্যায়নীতি এবং মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতার কোন মূল্য নেই। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দলের ও দলের সমর্থকদের মেধা ও শিক্ষার বাচবিচার না করে সরকারের প্রশাসনিক চাকরিতে নিয়োগ দেয়। অযোগ্য এসব কর্মচারীরা বর্তমানে সরকারের উচ্চপদে আসীন হয়ে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করে আওয়ামী লীগের নির্দেশেই কাজ করে গোটা প্রশাসনকে দলীয়করণ করে

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল বাতিলের দাবীতে আন্দোলন কমিটি গতকাল ঢাকায় মিছিল বের করে

খালেদা জিয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফেলেছে। এদের দাপটে দক্ষ ও অভিজ্ঞ সরকারী কর্মকর্তাগণ কোণ ঠাসা হয়ে আছেন। ফলে প্রশাসনে এখন চরম নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। অপরদিকে সৎ, নিষ্ঠাবান, অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বলেন, জাতির মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষিত তরুণদের বঞ্চিত করে সরকারী ছাত্রলীগের অযোগ্য যেসব নেতাকর্মীদের প্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারা সরকারী দায়িত্বে গিয়ে তাদের পূর্বসূরিদের ন্যায় রাষ্ট্রের কাজ না করে দলের কাজই করবে। এতে প্রশাসন আরও বেশী আওয়ামীকরণ এবং অথর্ব ও দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। গোটা জাতির জন্য এ পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগের। সরকার ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ এবং এই অবৈধ নিয়োগ বাতিলের দাবীতে সোচ্চার হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।